যায়যায়দিন

তারিখ .... 5 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

ক্ষমতার দাপট

পুলিশ কর্মকর্তাকে বেধড়ক পেটাল জবি ছাত্রলীগ

যায়যায়দিন রিপোর্ট

হতভাগ্য পুলিশ কর্মকর্তা সাইফুল

'একেই বলে ক্ষমতার দাপট! ছাত্রলীগ নেতার মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাওয়ায় সূত্রাপুর থানার এক সহকারী উপপরিদর্শককে (এএসআই) বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তারা সাইফুর রহমান নামে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে রাস্তা থেকে টেনেহেঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষে প্রায় আধঘণ্টা আটকে রেখে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে উদ্ধার করলেও ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে অবশেষে তিনি নিস্তার পান। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায়

পেটাল : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পেটাল : ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্ব পালন করছিলেন সূত্রাপুর থানার এএসআই সাইফুর রহমান। এ সময় ওই রাস্তা দিয়ে ছাত্রলীগের সহসভাপতি মাসুদ রানা তার মোটরসাইকেল (ঢাকা মেট্রো-হ-০২-০৮৬৮) নিয়ে ক্যাম্পাসে যাচ্ছিলেন। পুলিশ কর্মকর্তা সাইফুর তার মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চান। মাসুদ রানা তা কর্ণপাত না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় সাইফুর রহমান তাকে আটক করে তার মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখতে চান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে মাসুদ উপস্থিত সব পুলিশকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ফোন করেন। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রলীগের প্রায় এক থেকে দেড়শ নেতাকর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাইফুলকে মারধর করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ বক্সে নিয়ে আটকে রাখে। সেখানে পুলিশের একাধিক সদস্য দায়িত্ব পালন করলেও তারা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে থাকেন।

খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ছাত্রলীগ কর্মীদের ওই কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। দুপুর ২টার পর সূত্রাপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ও ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপনসহ ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা ওই কক্ষ থেকে এএসআই সাইফুর রহমানকে উদ্ধার করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যান। এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকশ নেতাকর্মী ওই পুলিশ কর্মকর্তার ওপর আবারো হামলা করার চেষ্টা চালায়। পরে বিকালে প্রক্টর অফিসে পুলিশের ওই কর্মকর্তা ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পান।

ছাত্রলীগের হামলার শিকার পুলিশ কর্মকর্তা সাইফুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে কনস্টেবল সিরাজ ওই মোটরসাইকেলটির কাগজপত্র দেখার জন্য থামায়। পরে তিনি মোটরসাইকেলের কাগজ দেখতে চাইলে মোটরসাইকেল আরোহী জানান, নেতাদের গাড়ির কাগজপত্র লাগে না। পরে তার কাছে পরিচয় জানতে চাইলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি মাসুদ রানা পরিচয় দিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকেন। এর প্রতিবাদ করলে ওই নেতা তাকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে তার সঙ্গে আরো ২০/২৫ জন যোগ দিয়ে তাকে টেনেহেঁচড়ে রাস্তা থেকে ক্যাম্পাসের ভেতর নিয়ে যায়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি কামরুল হাসান রিপন জানান, মোটরসাইকেল থামানোকে কেন্দ্র করে পুলিশ কর্মকর্তা সাইফুর বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে ছাত্রলীগ নেতা মাসুদ রানাকে মারধর করেন। সেখানে উপস্থিত কর্মীরা পুলিশের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে তার প্রতিবাদ জানায়। এ সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে পুলিশের ওই কর্মকর্তা তার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন। তারপরও উত্তেজিত কর্মীদের হাত থেকে তিনি তাকে উদ্ধার করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যান।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, পুলিশের ওই কর্মকর্তার বেশি বাড়াবাড়ির কারণেই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। তবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগ নেতাদের উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে দেয়া হয়েছে।

সূত্রাপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়া হয়েছে। তবে তিনি পুলিশ কর্মকর্তাকে মারধরের বিষয়টি চেপে গিয়ে বলেন, ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে তার থানার এএসআই সাইফুর রহমানের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছিল।